দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃ ১ কলাম ৪

স্কুল পরিচালনায় ব্যবসায়িক আচরণ বন্ধ করে কিন্ডারগার্টেনে সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ

সুনীল ব্যানার্জী

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নামে ইচ্ছামতো একগাদা ভারিক্কি ভারিক্কি পাঠ্যপুস্তক চাপিয়ে দেয়া বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে প্রতিবছর এ্যাডমিশন ফিস, টিউশন ফিস ও সেশন ফিসসহ নানা অজুহাতে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়ার প্রবণতা। নিয়ম বহির্ভূতভাবে এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যেও হচ্ছে কাড়াকড়ি আরোপ। এসব ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়েছে। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষার নামে ঢালাওভাবে কোমলমতি

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

স্কুল পরিচালনায়

(প্রথম পাতার পর)

শিশুদের ওপর পাঠ্য পুস্তক চাপিয়ে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট অভিভারকদের কাছ থেকে যথেচ্ছভাবে টাকা আদায় বন্ধ করে একটা নির্ধারিত সুষ্ঠু নিয়ম-কানুনের মধ্যে স্কুলগুলো পরিচালনা করার পক্ষে অভিমত দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত অভিমতকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। উর্ধতন কর্মকর্তার অনুমতি পেলে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে নয়া এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হতে পারে।

দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৬ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে গড়ে ১৩ থেকে ১৫ লাখ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এরমধ্যে প্রায় ২ হাজার কিন্ডারগার্টেন ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল। এই ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলোর বেশিরভাগে এমন সব ভারিক্ক বই পড়তে বাধ্য করা হয় যা না করলেও চলে। এর ওপর এসব বই সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে কেনা এবং স্কুলে সেশন ফিস, বিভিন্ন ফেসটিভাল ফিসসহ বিভিন্ন অজুহাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার টাকা নেয়া হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্কুলগুলো নির্ধারিত একটা নিয়ম কানুন অনুযায়ী চলা উচিত। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় স্কুলগুলো চলছে বলগাহীনভাবে। একেক স্কুলে একেক ধরনের বইকে গুরুত্ব দেয়া হয় বিদেশী ভার্সিটির নাম করে। যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে কাগজেকলমে সেসব ভার্সিটির কোন গাইড লাইন সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে নেই। এসব অজুহাতের মূল কথা টাকা কামাইয়ের ধান্দা। অভিযোগ, এই ধান্দার জন্যেই নিত্য-নতুন ভারিক্কি ও দাঁতভাঙ্গা ইংরেজী বই চাপিয়ে দেয়া হয় সহজ সরল অবুঝ শিশুদের ওপর। এছাড়া কথায় কথায় মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের ঘটনা তো রয়েছেই। বাংলা মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে এ ধরনের অব্যবস্থা চলছে তুলনামূলকভাবে কম। তবে নিয়ম কানুনের ধার না ধারার ব্যাপারে প্রায় সব স্কুল এক। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কি ইংরেজী, কি বাংলা মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুল অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলছে। তবে তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এসব কারণ পর্যালোচনা করে এবং অসংখ্য অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার ব্যাপক এই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগ কার্যকর করার আগেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে শিশুদের পড়াশুনার ধ্যান ধারণা এবং মান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বেশিরভাগ দেশে এ ধরনের পড়াশুনার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম নীতি রয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তার কোন বালাই নেই বলে সর্বত্র গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন স্কুল। নয়া ব্যবস্থায় এ ধরনের উদ্যোগ বন্ধ হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।